দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 AUG 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

একজন কলেজ শিক্ষকের ফরিয়াদ

আমি সাতকানিয়া বেসরকারী কলেজে ১৯৬৮ সনের ৫ই আগষ্ট অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করি। আমি ১৯৬৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এম, এ পাস করি। আমার কোন তৃতীয় বিভাগ নেই। সাত কানিয়া কলেজকে ১৯৮২ সনের ১লা মে জাতীয়করণ করা হয়। আমার মোট চাকুরীকাল এখন ১৩ বৎসর ৮ মাস ২৫ দিন। অর্ধেক চাকুরী হিসেব করে ৭ বৎসর হলে সহকারী অধ্যাপক হতে পারতাম। কিন্তু ১ মাস সাড়ে ১৭ দিন কম পড়ায় আমি প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হই।

৬টি বছর পদোন্নতির আশায় থাকার পর ১৯৮৭ সালের দিকে সরকার পদোন্নতি পরীক্ষা প্রভাষকদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন। ১৯৮৭ সালে পরীক্ষা বিরোধী আন্দোলনের জন্য সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পরীক্ষা হতে পারেনি। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় আমি চট্টগ্রাম কেন্দ্র হতে অংশ গ্রহণ করি। ৩০শে জুন ১৯৮৮ বাংলাদেশ সরকারী গেজেটে উক্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবং মেধাক্রমে ৩য় স্থান পেয়ে আমি উক্ত পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হই। অর্থনীতিতে আমরা মাত্র ২ জন পাস করি। কিন্তু বিভিন্ন সরকারী কলেজে অর্থনীতির অনেক সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। জানি না কি জন্য আমার পদোন্নতি হল না।

সংবাদ-এর চিঠিপত্রের কলামে দেখতে পেলাম ফরিদপুর ইয়াসিন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের জনাব ওদুদ সাহেব ৮ বৎসর এফেকটিভ সার্ভিস নিয়ে ১৯৮৭ সনে কলেজ জাতীয়করণের সময় বিনা পরীক্ষায় সহকারী অধ্যাপকের নিয়োগপ্রাপ্ত হন যখন আমার এফেকটিভ সার্ভিস ১৩ বৎসর। আমার ৫ বছরের জুনিয়র আমারই বিভাগে পদোন্নতি পেলেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে যত কলেজ জাতীয়করণ করা হবে ততই জুনিয়রগণ বিনা-পরীক্ষায় সিনিয়রদেরকে ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি পাবেন। এটাকি মানবিক ?

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের কলেজ যখন জাতীয়করণ করা হয় আমার মূল বেতন ছিল ১৫৪০ টাকা, অথচ আমার বেতন নির্ধারণ করা হয় ৭৫০-১৪৭০ টাকা স্কেলে ১৪৭০/- টাকা। অথচ টাকার উচ্চতর স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা হয়। তাঁদের নাম যথাক্রমে (১) জহির উদ্দীন মোঃ বাবর, প্রভাষক বাংলা বিভাগ সন্দীপ সরকারী কলেজ, (২) স্বপন কান্তি চক্রবর্তী, প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, সরকারী মহসীন কলেজ চট্টগ্রাম, (৩) রিদুয়ানুল হক, প্রভাষক গণিত বিভাগ, বান্দরবান সরকারী কলেজ।

দু' বছর ১৪৭০/- টাকায় থাকার পর ৯০০-১৬১০/- টাকার স্কেলে উন্নীত করা হয় এবং অদ্যাবধি ঐ স্কেলের পরিবর্তিত স্কেল ১৮৫০-৩২২০/- টাকার স্কেলে আছি। সরকারী এবং বেসরকারী চাকরি নিয়ে একুশ বছরের বেশী চাকরি করেও একটা পদোন্নতি বা একটা টাইম স্কেলও পাইনি।

পরিশেষে সদাশয় সরকারের নিকট আমার আবেদন, আমি ৫০ বছর বয়সে পরীক্ষা দিয়েছিলাম একটি পদোন্নতির আশায়, কারণ, একটানা একুশ বছরের বেশী একই পদে চাকরি অসহনীয় ও পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। কাজের বোঝা বেশী অথচ পারিশ্রমিক এবং মর্যাদা কম। জুনিয়রগণ পরীক্ষা ছাড়াই পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র হয়ে যাচ্ছেন এবং পরীক্ষায় পাস করে, সিনিয়র হয়েও তাদের নীচে পড়ে যাচ্ছি, এটা মানসিকভাবে আমাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে। ছেলেমেয়েরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে, তাদের খরচ বহন করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। অতএব, আমি এ ব্যাপারে কৃপা দৃষ্টি দেয়ার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আলী হায়দার,
প্রভাষক অর্থনীতি ও বিভাগীয় প্রধান, সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম।